রবি/২০২৩-২৪ মৌসুমে
ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির কর্মপরিকল্পনা

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, শেরপুর

২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ভিশন ও মিশন

ভিশন: ফসলের টেকসই ও লাভজনক উৎপাদন।
মিশন : টেকসই ও লাভজনক ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে, ফলপ্রসু, বিকেন্দ্রীকৃত, এলাকা নির্ভর, চাহিদা ভিত্তিক এবং সমন্বিত কৃষি সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের মাধ্যমে সকল শ্রেণীর কৃষকের প্রযুক্তি জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।

কৃষি বিষয়ক পরিসংখ্যান

ক্রম	বিষয়	সংখ্যা/পরিমাণ
১	জেলার মোট আয়তন	১৩৬৪০০ হেঃ
২	মোট আবাদি জমির পরিমাণ	১,০৫,৫১৭ হেঃ
৩	এক ফসলি জমি	৫৭৫৪ হেঃ
৪	দুই ফসলি জমি	৭৯৮৭৩ হেঃ
৫	তিন ফসলি জমি	১৮৫৩০ হেঃ
৬	চার ফসলি জমি	১৩৬০ হেঃ
৭	মোট ফসলি জমি	২২৬৫৩০ হেঃ
৮	শস্যের নিবিড়তা	২১৫%
৯	উঁচুজমি	২৮৫৯০ হেঃ
১০	মধ্যম উঁচুজমি	৫১৪৫৩ হেঃ
১১	মধ্যম নীচুজমি	২১৩৭৪ হেঃ
১২	নীচুজমি	২৯০০ হেঃ
১৩	অতি নীচুজমি	১২০০ হেঃ
১৪	এইজেড নং	৮, ৯, ২২ ও ২৯
১৫	উপজেলার সংখ্যা	৫ টি
১৬	ইউনিয়নের সংখ্যা	৫২ টি
১৭	পৌরসভার সংখ্যা	৪ টি
১৮	ব্লকের সংখ্যা	১৬০ টি
১৯	কর্মরত উপসহকারী কৃষি অফিসারের সংখ্যা	১৩৬ জন
২০	জনসংখ্যা	১৫,৪২,৬১০ জন
২১	পুরুষ	৭৯০৩৯৮ জন
২২	মহিলা	৭৫২২১২ জন
২৩	শিক্ষার হার	৪২%
২৪	মোট কৃষক পরিবার	২৯৪৫৮৯ জন
	ভূমিহীন	৫১৮৫৬ জন
	প্রান্তিক	৭৮৯৯৩ জন
	ক্ষুদ্র চাষি	১২৫৩৩৫ জন
	মাঝারি চাষি	৩৪১৯৮ জন
	বড়চাষি	৪২৩৭ জন
২৫	কৃষি কার্ড প্রাপ্ত মোট কৃষক পরিবার সংখ্যা	২৭২৬০৭ জন
	কৃষক	২৫২৩১৬ জন
	কৃষাণী	২০২৯১ জন

২৬	কার্ডের মাধ্যমে ব্যাংক হিসাব খোলা মোট সংখ্যা	১৮৮৪০৪ টি
	কৃষক	১৭৬২৬৮ টি
	কৃষাণী	১২১৩৬ টি
২৭	সচল ব্যাংক হিসাব মোট সংখ্যা	১৬৬১৫৩ টি
	কৃষক	১৫৫৯০৬ টি
	কৃষাণী	১০২৪৭ টি
২৮	সার ডিলারের সংখ্যা	
	ক) বিসিআইসি	৫৯ জন
	খ) বিএডিসি	১২৫ জন
	গ) খুচরা	৪৭২ জন
২৯	বিএডিসি বীজ ডিলারের সংখ্যা	১৫৭ জন
৩০	কীটনাশক ডিলারের সংখ্যা	
	ক) পাইকারি	২৮ জন
	খ) খুচরা	৯৯২ জন
৩১	খাদ্য পরিস্থিতি	
	ক) মোট জনসংখ্যা	১৫,৪২,৬১০ জন
	খ) খাদ্যের প্রয়োজন (প্রতিজন ৩৬০ গ্রাম হিসাবে)	২,০২,৬৯৮ মে.টন
	গ) মোট খাদ্য শস্য উৎপাদন	৭,৮৯,৮৫২ মে.টন
	ঘ) বীজ, গো- খাদ্য ও অপচয় বাবদ	৯১,৪৬৪ মে. টন
	ঙ) উদ্বৃত্ত খাদ্য	৪,৯৫,৬৯০ মে.টন
৩২	রাবার ড্যামের সংখ্যা	৪ টি
৩৩	কোল্ড স্টোরেজের সংখ্যা	৩ টি
৩৪	কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	২ টি (সরকারি ০১ টি)
৩৫	বাংলাদেশ পরমানু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা উপকেন্দ্র)	১ টি
৩৬	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স	৪১ টি
৩৭	নদ-নদী	ভোগাই, সোমেশ্বরী, মালিঝি, বুড়ি ভোগাই, শেরী নদী, ব্রহ্মপুত্র, মহারশি, চেল্লাখালী, মৃগী নদী, দশানী নদী, বলেশ্বর নদী, সুতী নদী।

জেলার শস্য বিন্যাস সমূহ

ক্রম	শস্য বিন্যাসের বিবরণ	শস্য বিন্যাসের অধীন জমির পরিমাণ (হেঃ)	শস্য বিন্যাসের অধীন নীট জমির শতকরা হার (%)
১	বোরো-পতিত-রোপা আমন	৭৩২০২	৬৯
২	সরিষা+বোরো-পতিত-রোপাআমন	৯৮৭০	১০
৩	গোলআলু-বোরো-সবজি-রোপাআমন	১৩৬০	১
৪	ভূট্টা-পতিত-রোপাআমন	৩৫০০	৩.৩২
৫	গোলআলু-ভূট্টা-সবজি	৩১০	০.৩
৬	বোরো-পতিত-পতিত	১৭৫০	১.৬৬
৭	বোরো-পাট-সবজি	৭৫৫	০.৭২
৮	বোরো-আউশ-রোপাআমন	১৫৫০	১.৪৭
৯	গোলআলু-পাট-রোপাআমন	৬৬৫	০.৬৩
১০	গম-আউশ-রোপাআমন	২০০	০.১৯
১১	গোলআলু-আউশ-রোপাআমন	১২৫০	১.১৯
১২	গোলআলু-আউশ-সবজি	৯৪৫	০.৯
১৩	সবজি-সবজি-সবজি	২৯৮৫	২.৮২
১৪	অন্যান্য	৭১৭৫	৬.৮০
	মোট	১,০৫,৫১৭	১০০

রবি/২০২৩-২৪ মৌসুমে বোরো ধানসহ অন্যান্য ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা

জেলার আয়তন (হেঃ)	জেলার আবাদযোগ্য জমি (হেঃ)	রবি/২২-২৩ মৌসুমে অর্জিত ফসল আবাদ তথ্য			রবি/২৩-২৪ মৌসুমে ফসল আবাদ লক্ষ্যমাত্রা		রবি মৌসুমে আবাদযোগ্য অনাবাদি জমি (হেঃ)
		ফসল	আবাদকৃত জমি (হেঃ)	মোট উৎপাদন (মেঃ টন)	আবাদি জমি (হেঃ)	মোট উৎপাদন (মেঃ টন)	
১,৩৬,৪০০	১,০৫,৫১৭	দানাদার ফসল					১৬০১
		বোরো ধান					
		হাইব্রীড	৬০৩১৪	৩১৩৬৩২.৮০	৬০৪০০	৩৩৩২০০	
		উফশী	৩১৪৩২	১৩৩২৭১.৬৮	৩১৫০৬	১৩৩৯০০	
		স্থানীয়	৩৫	৭০.৭০	৩৫	৭০	
		মোট	৯১৭৮১	৪৪৬৯৭৫.১৮	৯১৯৪১	৪৬৭১৭০	
		গম	১০৪১	৩৬৪৯.৭৩	১০৪২	৩৬৪৭	
		ভূট্টা	৫১৩৬	৪৯৪২২.৯৮	৫১৪৫	৫০৪২১	
		তেল জাতীয় ফসল					
		সরিষা	১২০৭০	১৭০২১.৫৪	১৮১৮২	২৪০০০	
		তিল	২৫	৩২.৫	২৭	৩৫	
		সূর্যমুখী	৯	১৩.০৮	৭.৫	১১	
		চিনাবাদাম	১১১	১৮৯.২৬	১৩৪	২২৮	
		ডাল জাতীয় ফসল					
		মুসুর	৪২	৫৫	৫০	৬৬	
		মুগ	২০	২২	৪৩	৪৭	
		মাসকালাই	১৬৪	১৯৭.১২	১৬৫	১৮২	
		খেসারী	১৬	২০.৮০	৩৯	৪৭	

জেলার আয়তন (হেঃ)	জেলার আবাদযোগ্য জমি (হেঃ)	রবি/২২-২৩ মৌসুমে অর্জিত ফসল আবাদ তথ্য			রবি/২৩-২৪ মৌসুমে ফসল আবাদ লক্ষ্যমাত্রা		রবি মৌসুমে আবাদযোগ্য অনাবাদি জমি (হেঃ)
		ফসল	আবাদকৃত জমি (হেঃ)	মোট উৎপাদন (মেঃ টন)	আবাদি জমি (হেঃ)	মোট উৎপাদন (মেঃ টন)	
১,৩৬,৪০০	১,০৫,৫১৭	কন্দাল ফসল					১৬০১
		গোল আলু	৫২২২	৯১৩৮৫.১৫	৫২৭৫	৯৪৯৫০	
		মিষ্টি আলু	২৪৯	৩৭৩৬.২৫	২৫০	৩৭৫০	
		মসলা ফসল					
		পেঁয়াজ	৯৫৬	৯০৮২.৮০	৭৬৫	৭২৬৭	
		রসুন	২১১	১৫৮২.৫০	২৩৪	১৭৫৫	
		মরিচ	১২১৮	৩৪২৬.৬০	৮২০	২৩০৪	
		ধনিয়া	৫৮	৬৯.৬	৬২	৭৬	
		শাকসবজী	৯০৪৮	২০৩৬২০.৫০	৮৫৬০	১৯২৬০০	
		কাসাভা	৪৬	১১৫০	৫০	১২৫০	
		ইক্ষু	১০৯	৫৪৫০	১১৫	৬০৯৫	

রবি/২০২৩-২৪ মৌসুমে বোরো ধানসহ অন্যান্য ফসলের বীজের চাহিদা

জেলার আয়তন (হেঃ)	জেলার আবাদযোগ্য জমি (হেঃ)	রবি/২৩-২৪ মৌসুমে ফসল আবাদ লক্ষ্যমাত্রা			বীজের সম্ভাব্য উৎস (মে. টন)		
		ফসল	আবাদি জমি (হেঃ)	মোট বীজের চাহিদা (মেঃ টন)	প্রগতিশীল কৃষকের নিকট বর্তমান মজুদ	ঘাটতি বীজের পরিমাণ	বীজ প্রাপ্তির উৎস
১,৩৬,৪০০	১,০৫,৫১৭	দানাদার ফসল					
		হাইব্রীড	৬০৪০০	৯০৬	-	৯০৬	কোম্পানী, কৃষি প্রণোদনা
		উফশী	৩১৫০৬	৯৪৫	৮৫	৮৬০	বিএডিসি, ব্রি, বিনা, কৃষি প্রণোদনা
		স্থানীয়	৩৫	১.০৫	১.০৫	-	কৃষক পর্যায়
		মোট	৯১৯৪১	১৮৫২.০৫	৮৬.০৫	১৭৬৬	-
		গম	১০৪২	১৫৬.৩	৮	১৪৮.৩	বিএডিসি, কৃষি প্রণোদনা
		ভূট্টা	৫১৪৫	৭৭	০	৭৭	কোম্পানী, কৃষি প্রণোদনা
		তেল জাতীয় ফসল					
		সরিষা	১৮১৮২	১৩৬	৩১	১০৫	বারি,বিনা, বিএডিসি ও কৃষি প্রণোদনা
		তিল	২৫	০.২	-	০.২	বারি, বিনা, বিএডিসি
		সূর্যমুখী	৯	০.১৪৫	-	০.১৪৫	কোম্পানী
		চিনাবাদাম	১১১	৮.৩	-	৮.৩	বারি, বিনা, বিএডিসি ও কৃষি প্রণোদনা
		ডাল জাতীয় ফসল					
		মুসুর	৪২	১.৫৭৫	-	১.৫৭৫	বারি, বিনা, বিএডিসি ও কৃষি প্রণোদনা
		মুগ	২০	১.৫০	-	১.৫০	বারি, বিনা, বিএডিসি ও কৃষি প্রণোদনা
		মাসকালাই	১৬৪	১২.৩	-	১২.৩	বারি, বিনা, বিএডিসি ও কৃষি প্রণোদনা

জেলার আয়তন (হেঃ)	জেলার আবাদযোগ্য জমি (হেঃ)	রবি/২৩-২৪ মৌসুমে ফসল আবাদ লক্ষ্যমাত্রা			বীজের সম্ভাব্য উৎস (মে. টন)		
		ফসল	আবাদি জমি (হেঃ)	মোট বীজের চাহিদা (মেঃ টন)	বর্তমান মজুদ	ঘাটতি বা উদ্বৃত্ত বীজের পরিমাণ	বীজ প্রাপ্তির উৎস
১,৩৬,৪০০	১,০৫,৫১৭	**কন্দাল জাতীয় ফসল**					
		গোল আলু	৫২৬৫	৭৮০২	-	৭৮০২	বারি, বিএডিসি
		মসলা ফসল					
		পেঁয়াজ	৯৯৮	৭.৪৮	-	৭.৪৮	বারি, বিএডিসি ও কৃষি প্রণোদনা
		রসুন	২৩৪	১৪.০৪	-	১৪.০৪	বারি, বিএডিসি
		মরিচ	১২৯৮	৪.৮৭	-	৪.৮৭	কোম্পানী
		ধনিয়া	৬২	৩	-	৩	কোম্পানী

তেলজাতীয় ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা (২০২২-২৩ থেকে ২০২৪-২৫)

ফসলের নাম	২০২১-২২ (অর্জিত)		২০২২-২৩ (লক্ষ্যমাত্রা)		২০২৩-২৪ (লক্ষ্যমাত্রা)		২০২৪-২৫ (লক্ষ্যমাত্রা)	
	আবাদ (হে.)	উৎপাদন (মে.টন)	আবাদ (হে.)	উৎপাদন (মে.টন)	আবাদ (হে.)	উৎপাদন (মে.টন)	আবাদ (হে.)	উৎপাদন (মে.টন)
সরিষা	৭৮২২	১১০২৯	১২০৭০	১৭০২১	১৮১৮২	২৪০০০	২২০৫০	৩১০৯০
চীনাবাদাম	১৩৫	২২৯	১১১	১৯৪	১২৫	২২৫	১৩০	২৩৫
সূর্যমূখী	৩	৬	৯	১৮	১০	২০	১২	২৪
তিল	১০	১৩	১৭	২০	২০	২৪	২৫	২৮
মোট	৭৯৭০	১১২৭৭	১২২০৭	১৭২৫৩	১৮৩৩৭	২৪২৬৯	২২২১৭	৩১৩৭৭

উপজেলা ভিত্তিক সরিষা আবাদের লক্ষ্যমাত্রা

ক্রম	উপজেলার নাম	২০২২-২৩ (অর্জন)		২০২৩-২৪ (লক্ষ্যমাত্রা)	
		জমি (হে.)	উৎপাদন (মে.টন)	জমি (হে.)	উৎপাদন (মে.টন)
১	সদর	৩৬১৪	৫০৯৬	৫৪৪৪	৭৬৭৬
২	শ্রীবরদী	২৭৬০	৩৮৯২	৪১৫৭	৫৮৬১
৩	ঝিনাইগাতী	৬৯৬	৯৮১	১০৪৯	১৪৮০
৪	নালিতাবাড়ী	১২০০	১৬৯২	১৮০৮	২৫৫০
৫	নকলা	৩৮০০	৫৩৫৮	৫৭২৪	৮০৭০
	মোট	১২০৭০	১৭০১৯	১৮১৮২	২৫৬৩৭

২০২২-২৩ অর্থ বছরে সরিষা আবাদের জাত ভিত্তিক চূড়ান্ত প্রতিবেদন

ফসলের নাম	জাতের নাম	কর্তনকৃত জমি(হে.)	গড় ফলন (মে.টন)	মোট উৎপাদন (মে.টন)
সরিষা	বারি সরিষা-১৪	৫৫৬৬	১.৫৮	৮৭৯৪.২৮
	বারি সরিষা-১৫	২৯০	১.৪৮	৪২৯.২
	বারি সরিষা-১৭	৯৭০	১.৪৩	১৩৮৭.১
	বিনা সরিষা-৪	৪৬০	১.৪২	৬৫৩.২
	বিনা সরিষা-৯	১১৯৭	১.৩৫	১৬১৫.৯৫
	বিনা সরিষা-১০	৬০	১.৪৪	৮৬.৪
	টরি-৭	৩৪৬৩	১.১৫	৩৯৮২.৪৫
	বিএডিসি-১	৬৪	১.১৪	৭২.৯৬
	মোট	১২০৭০	-	১৭০২১.৫৪

বীজ প্রাপ্তির সম্ভাব্য উৎস

ফসল	জমির পরিমাণ (হে.)	বীজের চাহিদা (মে.টন)	কৃষক পর্যায়ে সংরক্ষিত বীজ (মে.টন)	প্রকল্পের কৃষকের নিকট সংরক্ষিত বীজ (মে.ট)	বিএডিসি, কৃষি প্রণোদনা ও অন্যান্য উৎস (মে.ট)	মোট (মে.টন)
সরিষা	১৮১৮২	১৩৬	২২	৯	১০৫	১৩৬

তেলজাতীয় ফসলের সংরক্ষিত বীজের প্রতিবেদন

ক্রম	উপজেলা	সংরক্ষিত বীজের পরিমাণ(কেজি)	মন্তব্য
০১	শেরপুর সদর	৭৫০০	বারি সরিষা১৪- ২৬০০০ কেজি বারি সরিষা১৭- ৩৫০০ কেজি বিনা সরিষা৯- ১৫০০ কেজি
০২	শ্রীবরদী	৭৩০০	
০৩	ঝিনাইগাতী	৫৪০০	
০৪	নালিতাবাড়ি	৪৩০০	
০৫	নকলা	৬৫০০	
মোট		৩১০০০	

সরিষা উৎপাদনের বাস্তবায়নের কলাকৌশল

ক্রম	গত বছরে অর্জন (হে.)	এ বছরের লক্ষমাত্রা (হে.)	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে করনীয় কার্যক্রম সমূহ
১	১২,০৭০	১৭,৪৮২	১) স্বল্পমেয়াদী উফশী জাত সমুহ (ব্রি ধান৭১, ব্রি ধান৭২, ব্রি ধান৭৫, ব্রি ধান৮৭, বিনা ধান১১, বিনা ধান১৭, বিনা ধান৭ ও বিনা ধান২০) এর মোট ১৪,৭৬২ হে.এবং হাইব্রিড জাত (ধানীগোল্ড, এজেড ৭০০৬, মুক্তি-১, উইন ২০৭, সুবর্ণ, ব্রি হাইব্রীড ধান-৬) এর আবাদ হয়েছে ৩৫,৯৯৫ হে. ইত্যাদি ২) সুনিদিষ্ট ব্লক পর্যায়ে পরিকল্পনসা অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা ৩) কৃষকদের সাথে নিয়মিত উঠান বৈঠক ৪) কৃষক পর্যায়ে সরিষার বীজ সংরক্ষণ ৩১০০০ কেজি

বিগত ০৫ বছরের সরিষার আবাদ ও উৎপাদন পরিস্থিতি

মৌসুম/বছর	আবাদ (হে.)	উৎপাদন (মে.টন)
২০১৮-১৯	৫৭১৫	৭১৪৪
২০১৯-২০	৬৬৫০	৮৫১২
২০২০-২১	৭২১৫	৯৭৪০
২০২১-২২	৭৮২২	১১০২৯
২০২২-২৩	১২০৭০	১৭০২১

ইউরিয়া সারের প্রতিবেদন

উপজেলা	অনুমোদিত মাসের বরাদ্দ	পূর্বমাসের সমাপ্তি মজুদ	পূর্বের বরাদ্দ হতে পাপ্তি	চলতি মাসের বরাদ্দ হতে প্রাপ্তি	বরাদ্দ বর্হিভূত	মোট বিতরণ যোগ্য সার	কৃষক পর্যায়ে বিতরণ	বিসি আই সি	খুচরা	মজুদ	টাকা জমা প্রদান কারী
সদর	১৫২০	৭০১	১৮৯	১৩৭৪	০	২২৬৪	১৬৫০	৫৯৪	২০	৬১৪	১৩
শ্রীবরদী	১৬৭৩	৩৩৩	১৮৭	১৫১৩	০	২০৩৩	১৮০৬	২০০	২৭	২২৭	১৩
ঝিনাইগাতী	৬৯৫	৩৯৮	০	৫২১	০	৯১৯	৬৬২	২৪০	১৭	২৫৭	১০
নালিতাবাড়ী	৮১১	৭০৫	০	৭৭৯	০	১৪৮৪	১০৮০	৩৮৪	২০	৪০৪	১৩
নকলা	৯৫১	১২২	০	৯২৮	০	১০৫০	৮৭১	১৬৫	১৪	১৭৯	১০
মোট	৫৬৫০	২২৫৯	৩৭৬	৫১১৫	০	৭৭৫০	৬০৬৯	১৫৮৩	৯৮	১৬৮১	৫৯

নন-ইউরিয়া সারের প্রতিবেদন

সারেরনাম	অনুমোদিত মাসের বরাদ্দ	পূর্ব মাসের সমাপ্তি মজুদ	পূর্বের বরাদ্দ হতে প্রাপ্তি	চলতি মাসের বরাদ্দ হতে প্রাপ্তি	বরাদ্দ বহির্ভূত	মোট বিতরণ যোগ্য সার	কৃষকপর্যায়ে বিতরণ	**মজুদ**
টিএসপি	১০০০	৪০৪	১৬৭	৬২৩	২৫	১২১৯	৭১০	৫০৯
ডিএপি	১৭৫৬	১৬৪০	১৮৫	১০৭৯	২৫	২৯২৯	১৬০২	১৩২৭
এমওপি	৯০৪	৭২৭	১৬৫	৬২৪	০	১৫১৬	৯১৭	৫৯৯
মোট	৩৬৬০	২৭৭১	৫১৭	২৩২৬	৫০	৫৬৬৪	৩২২৯	২৪৩৫

শেরপুর জেলায় ভোজ্য তেলের চাহিদা

মোট জনসংখ্যা	১৫৪২৬১০ জন
দৈনিক প্রতিজনের ভোজ্য তেলের চাহিদা	৩০ মিলি
বছরে তেল প্রয়োজন	১৫৮৭৮ টন
উক্ত তেল উৎপাদনে সরিষা প্রয়োজন	৩৯৬৯৫ টন
জমি প্রয়োজন	২৬৪৬৩ হেক্টর
পরিকল্পনা অনুযায়ী সরিষার আবাদ ৩ বছরে বৃদ্ধি পাবে	১৮১৮২ হেক্টর (চাহিদার ৬৬%)

শেরপুর জেলায় সরিষা চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কৃষকদের মাঝে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ

শেরপুর জেলায় ২০২২-২৩ রবি মৌসুমে ৮,৯০৭ হেঃ আবাদ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১২,০৭০ হেঃ জমিতে সরিষার আবাদ হয়েছিল, যা গত বছরের আবাদের (৭,৮২২ হেঃ) তুলনায় ৪,২৪৮ হেঃ বেশী। ২০২৩-২৪ রবি মৌসুমে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১৮,১৮২ হেঃ নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণের কারণে এ বছরও অর্জন সম্ভব হবে।

১) রোপা আমন ও বোরো আবাদের অন্তবর্তীকালে সরিষার আবাদের জন্য প্রয়োজনীয় সময় বের করতে কৃষকদেরকে স্বল্প মেয়াদী হাইব্রীড ও উফশী জাতের আমন ধান চাষে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এ বছর রোপা আমন মৌসুমে শেরপুর জেলায় ৩৬০৩৬ হেঃ জমিতে হাইব্রীড ও ১৪৭৬২ হেঃ জমিতে স্বল্প মেয়াদী উফশী জাতের রোপা আমন আবাদ হয়েছে, এবং এসব স্বল্পমেয়াদী জাত সমূহ থোড় ও ফুল অবস্থায় রয়েছে।

২) শেরপুর জেলায় ১৬০ টি ব্লকে ব্লক পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল বিভাগীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে।

৩) সরিষা আবাদ বৃদ্ধির গুরুত্ব কৃষকদেরকে বোঝানোর জন্য প্রতি উপজেলায় কৃষক সমাবেশের আয়োজন করা হচ্ছে। তাছাড়া বিভিন্ন প্রকল্পের মাঠ দিবস ও কৃষক প্রশিক্ষণে এ ব্যাপারে কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। কৃষক সমাবেশ ও মাঠ দিবস সমূহে জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ বিভিন্ন পর্যায়ের জনপ্রতিনিধিগণের উপস্থিতির মাধ্যমে সরিষা আবাদে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।

৪) রবি/২০২৩-২৪ প্রণোদনা কর্মসূচীর আওতায় জেলায় ২৮,৮০০ জন কৃষকের প্রত্যেককে বিনামূল্যে ০১ (এক) কেজি সরিষার বীজ, ১০ (দশ) কেজি ডিএপি ও ১০ (দশ) কেজি এমওপি সার বিতরণ করা হবে যা ইতোমধ্যে ব্লক পর্যায়ে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ প্রকৃত কৃষককের তালিকা তৈরি কাজ করছেন।

২০২৩-২৪ রবি মৌসুমের উৎপাদণ বৃদ্ধি ও প্রস্তাবিত কৌশল এবং করণীয়

ক্রম	প্রস্তাবিত উৎপাদণ বৃদ্ধির কৌশল সমূহ	প্রস্তাবিত উৎপাদণ বৃদ্ধিতে করণীয়
১.	আসন্ন ২০২৩-২৪ বোরো মৌসুমে হাইব্রিড ৫৯৯৩০ হেক্টর উফশী ৩১০৪০ হেক্টর নির্ধারণ ও উচ্চ ফলনশীল জাতের আবদ এলাকা বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ।	ক) এলাকা ভিত্তিক উপযুক্ত জাতের হাইব্রিড ও উচ্চ ফলনশীল বোরো বিশেষ করে এসএল-৮ এইচ (সুপার হাইব্রীড) ও ব্রি ধান৭৪,৮৪,৮৮,৮৯,৯২, ৯৬ ও বঙ্গবন্ধু ধান১০০,বিনা ধান-১৪,২৪ ও ব্রি হাইব্রীড ধান৩,৫ এসএল-৮এইচ জাতের আবাদ সম্প্রসারণ খ) আগাম জাতের (ব্রি ধান৮৪,৮৮,৯৬ ও ব্রি হাইব্রীড ধান৩,৫) উচ্চ ফলনশীল বোরো ধানের আবাদ বৃদ্ধি করা।
২.	মানসম্মত হাইব্রিড ও উফশী বোরো ধানের বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা।	ক) ব্রি, বিএডিসি ও বীজ আমদানীকারকের মাধ্যমে মানসম্মত হাইব্রিড ও উফশী জাতের বীজ সময়মত সরবরাহ নিশ্চিত করা। খ) আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের আওতায় কৃষকের নিকট সংরক্ষিত বীজ ব্যবহার করা।
৩.	ফলন ব্যবধান কমানোর লক্ষ্যে আদর্শ বীজতলা তৈরী ও সঠিক বয়সের চারা রোপণ।	ক) আদর্শ বীজতলা তৈরী খ) আদর্শ বীজতলার যথোপযুক্ত পরিচর্যা নিশ্চিত করা। গ) সঠিক বয়সের চারা রোপণ নিশ্চিত করা। ঘ) সঠিক গভীরতায় চারা রোপণ ।
৪.	বোরো ধানের জাত এবং AEZ অনুযায়ী পরিমিত সার ব্যবহারের মাধ্যমে হেক্টর প্রতি ফলন বৃদ্ধিকরণ।	ক) জাতওয়ারী সার ব্যবহারের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ। খ) জৈব সারের প্রস্তুত ও ব্যবহার উৎসাহিত করা। গ) AEZ ও জাতওয়ারী সারের মাত্রা ব্যবহারে সহযোগীতা প্রদান। ঘ) মাটি পরিক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বোরো ধান চাষে উৎসাহিত ও সহযোগীতা করা।
৫.	জাত পরিবর্তনের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি	ক) সরিষার টরি-৭ জাত এর পরিবর্তে বিনা সরিষা৪ ও বিনা সরিষা৯ আবাদে ৬৬১ মেঃ টন উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে খ) সরিষার টরি-৭ জাত এর পরিবর্তে বারি সরিষা১৪ আবাদে ২০৬৪ মেঃ টন উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে

৬	শস্য বিন্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে আবাদ বৃদ্ধি	ক) শস্য বিণ্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩১২৮ হেঃ সরিষার আবাদ বৃদ্ধি পাবে
৭.	পানির অপচয় কমিয়ে কার্যকরী সেচ ব্যবস্থা জোরদার করণ।	ক) বিদ্যমান সেচ যন্ত্রের যথযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা। খ) সম্ভাব্য উপযুক্ততার ভিত্তিতে সম্ভাব্য নতুন সেচযন্ত্র স্থাপনে সহযোগীতা করা। গ) ভূ-উপরস্থ প্রাকৃতিক উৎসের পানির যথাযথ ও সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা। ঘ) AWD এর মাধ্যমে পানির অপচয় রোধে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহন করা। ঙ) পানি অপচয় রোধে ফিতাপাইপ ব্যবহার করা।
৮.	সঠিক সময়ে ও সঠিক পদ্ধতিতে রোগ-বালাই ও পোকা-মাকড় দমন। (আইপিএম)	ক) রোপনের পূর্বে বীজ শোধনের উপর গুরুত্ব আরোপ। খ) পোকা-মাকড় দমনে আইপিএম পদ্ধতি প্রয়োগ। গ) শতভাগ পার্চিং কার্যক্রম গ্রহন কর। ঘ) আলোর ফাঁদ ব্যবহার নিশ্চিত করণ। ঙ) সার্ভিলেন্স ও মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা। চ) বিপিএইচ প্রবন এলাকায় বিশেষ প্রতিরোধ মূলক কার্যক্রম গ্রহন। ছ) ব্লাষ্ট প্রতিরোধে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহন করা।
৯.	সব্জীর উৎপাদণ বৃদ্ধিকরণ	ক) আইলে সব্জীর চাষ বৃদ্ধিকরণ। খ) আগাম ও উচ্চমূল্যের সবজি চাষের এলাকা বৃদ্ধি।
১০.	তৈল ফসলের আবাদ বৃদ্ধি (১৭৪৮২ হেঃ)	ক) স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন রোআমন আবাদ নিশ্চিত করা। খ) স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন সরিষা ফসলের জাতের আবাদ বৃদ্ধি (বারি সরিষা-১৪, ১৫,১৭ বিনা সরিষা-৪,৯,১১) গ) সালফার এবং বোরন সার ব্যবহার নিশ্চিতকরণ। ঘ) সময়মত বপন ও সেচ প্রদান করা।
১১.	চরাঞ্চলে ফসল আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ	ক) প্রশিক্ষণ, মাঠ দিবস, চাষী সমাবেশ এর মাধ্যমে চরাঞ্চল এলাকা ভুট্টা ১৫০ হেঃ, সরিষা-১৫০০ হেঃ, গম-২০০হেঃ শাকসব্জী-২০০০হেঃ, চিনাবাদাম-১৬০হেঃ ও অন্যন্যা আবাদ উপযোগী ফসল চাষাবাদে উদ্বুদ্ধকরণ
১২.	শীলকালীন ভূট্টা চাষ সম্প্রসারণ ব্যবস্থা জোরদার গ্রহণ	ক) আবাদযোগ্য পতিত জমি ভুট্টাচাষের আওতায় এনে ভুট্টার আবাদ বৃদ্ধিকরণ খ) চর এলাকায় ভুট্টা চাষে কৃষকদেরকে উদ্ভদ্ধ করা।
১৩.	ডাল জাতীয় ফসলের চাষাবাদ ও ফলন বৃদ্ধি	ক) স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন ডাল জাতীয় ফসলের চাষ বৃদ্ধি খ) কৃষক পর্যায়ে উন্নত ও উফশী ডাল বীজ বপনে উদ্বুদ্ধকরণ।
১৪.	মসলা জাতীয় ফসলের চাষাবদ ও ফলন বৃদ্ধি	ক) যথা সময়ে বাজারে মসলা বীজের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা। খ) কৃষক পর্যায়ে উন্নত ও জনপ্রিয় জাতসমূহ চাষে উদ্বুদ্ধকরণ।
১৫.	সব্জীর উন্নত জাত আবাদ ও পরিচর্যার মাধ্যমে সবজির হেক্টর প্রতি ফলন বাড়িয়ে উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ	ক) নতুন ও অধুনিক উচ্চ ফলনশীল জাত সমূহ চাষে কৃষকদেরকে উদ্ভদ্ধকরণ খ) যথাসময়ে বাজররে সবজি বীজের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।
১৬.	গমের আবাদ ও কাঙ্খিত ফলন বৃদ্ধিকরণ	ক) আধুনিক ও উচ্চ ফলনশীল জাতের সম্প্রসারণ। খ) অক্টোবর থেকেই জীজের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।
১৭.	মনিটরিং ও তদারকি জোরদার করা	ক) কর্মকর্তাদের সুনিদিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে কর্ম এলাকা বন্টন করা। খ) নিয়মিত তদারকি ও প্রতিবেদন দাখিল করা।
১৮	অন্যান্য কার্যক্রম	ক) ফসল ভিত্তিক কৃষক তালিকা প্রস্তত করা হচ্ছে খ) স্বল্পমেয়াদী জাতের চাষ করা গ) প্রয়োজন অনুযায়ী বীজের উৎস নির্ধারণ করা ঘ) কম্বাইন হার্ভেষ্টারের সাহায্যে দ্রুত আমন ধান কাটার ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে ঙ) রাইস ট্রান্সপ্লান্টার যন্ত্রের সাহায্যে বোরো ধান লাগানো চ) প্রনোদন কর্মসূচীর আওতায় সরিষার আবাদ বাড়ানো হবে

২০২৩-২৪ অর্থবছরে রোপাআমন বীজতলার জাতভিত্তিক প্রতিবেদন

জেলা	ধরণ	জাতের নাম	বীজতলার পরিমাণ (হেক্টর.)	মোট বীজতলা (হেক্টর)
শেরপুর	হাইব্রিড	ধানী গোল্ড	৯৬৯.৩৫	১,৮০২
		চাষীগোল্ড	১.০০	
		এজেড-৭০০৬	৪৮০.৭০	
		এজেড-১৬০১৯	৩০	
		সূবর্ণ-৩	১২	
		সূর্বণ-৮	২৫.৮৫	
		উইন-২০৭	০.৬০	
		নবীন	৫	
		আফতাফ-১০৮	১২.৯০	
		ব্যবিলন-৩	৪	
		ব্র্যাক-১	২৭	
		ব্র্যাক-১০	১৬.৬	
		ব্র্যাক-১৪	২.৭	
		সুরভী	৫	
		পাওনিয়ার	২৬.৭০	
		মুক্তি-১	৪২	
		শক্তি	১১.৬০	
		টিয়া	৮.৪	
		ইস্পাহানি-৭	১	
		ব্রি হাইব্রিড ধান৪	০.৫০	
		ব্রি হাইব্রিড ধান৬	৪৩.৩৫	
		হিরা	২	
		তেজ গোল্ড	২০	
		সুরুচি-১	৯.৫৫	

		গোল্ডেন	৩৯.৯৫	
		রাজা	৪.২৫	
	উফশী	বি আর১১	২৩.৩০	২,০২০
		ব্রি ধান৩২	১৭.৫	
		ব্রি ধান৩৪	৪৯.১	
		ব্রি ধান৪১	২.৫	
		ব্রি ধান৪৬	০.৭৫	
		ব্রি ধান৪৯	৩০১.৫৫	
		ব্রি ধান৫১	৬৬.৯	
		ব্রি ধান৫২	১২০.৯৫	
		ব্রি ধান৭১	৯০.৯	
		ব্রি ধান৭২	৫০.৮৫	
		ব্রি ধান৭৫	২২১.৩	
		ব্রি ধান৮০	১৪.৮	
		ব্রি ধান৮৭	২৫৫.৮	
		ব্রি ধান৯০	৭.৮	
		ব্রি ধান৯১	৯.২৫	
		ব্রি ধান৯৩	২	
		ব্রি ধান৯৪	২.১	
		ব্রি ধান৯৫	২৪.১৫	
		বিনা ধান-৭	১০.৫৫	
		বিনা ধান-১১	১১.৩	
		বিনা ধান-১৭	৯০	
		বিনা ধান-২০	২৬.০৫	
		বিনা ধান-২২	০.৮	
		পাজাম	৩৭৮.৯৫	

		সেন্টু পাজাম	১৫৩.২৫	
		হরিধান	৭২.২	
		নওশা	২.২	
		মামুন	১৩.২	
	স্থানীয়	সেন্টুশাইল	৩২.৯০	১,২৮২
		তুলশিমালা	৩৯৮	
		চিনিশাইল	৩৫৭.৯৫	
		রহমান	৪.৮	
		রনজিত	২২৩.৭৫	
		কাটারিভোগ	১৫.৮	
		বিন্নি	১	
		স্বর্না-৫/গুটি স্বর্না	১১৬.৫	
		দলকচু	১১	
		হালই	৩০.৯৭	
		গোলাপী	১২.৩	
		নাজিরশাইল	৩	
		চিনিসাগর	২৩.৩	
		বাশমতি	২.৮	
		বন্যা	১৩	
		বাইশমুঠি	১৬.৩৭	
		স্বর্নলতা	১৩.১৭	
		মালশ্রী	০.৮৭	
		মাষ্টার	১.৬৬	
		মাধুরী	১.৩৯	
		নেপালী	১.৪৭	
সর্বমোট				৫,১০৪

রবি ২০২৩-২৪ মৌসুমে ব্যবহারযোগ্য সেচ যন্ত্রের সংখ্যা

সেচযন্ত্র	ধরণ	মোট সংখ্যা	বোরো মৌসুমে ব্যবহৃত সেচ যন্ত্রের সংখ্যা
গভীর	বিদ্যুৎ	৭৯৯	৭৯৯
	ডিজেল	২৪৪	২৪৪
	মোট	১০৪৩	১০৪৩
অগভীর	বিদ্যুৎ	১২৯৬৩	১২৯৬৩
	ডিজেল	১৬৭০০	১৬৭০০
	মোট	২৯৬৬৩	২৯৬৬৩
এলএলপি	বিদ্যুৎ	২৬৯	২৬৯
	ডিজেল	৪৫৪	৪৫৪
	মোট	৭২৩	৭২৩
অন্যান্য	-	১০২	১০২
সর্বমোট নলকূপ		৩১৪২৯	৩১৪২৯

খরিপ-২ রোপাআমন ২০২৩-২৪ এর বীজতলার লক্ষমাত্রা ও বীজতলার অগ্রগতি (হে.)

উপজেলা	বীজতলার লক্ষমাত্রা (হেক্টর)				বীজতলার অগ্রগতি (হেক্টর)				শতকরা হার	আদর্শ বীজতলা (হেঃ)
	হাইব্রীড	উফশী	স্থানীয়	মোট	হাইব্রীড	উফশী	স্থানীয়	মোট		
সদর	৪৭৬	৪৭৬	৩১৬	১২৬৮	৪৭৫	৫২০	৩০০	১২৯৫	১০২.১৩	৪০
শ্রীবরদী	২৭৫	৪১২	১০৬	৭৯৩	৪২০	৪০৫	৮৪	৯০৯	১১৪.৬৩	৩১৫
ঝিনাইগাতী	১৮৭	৪২৯	১৭১	৭৮৭	২০৯	৩৬১	২২৫	৭৯৫	১০১.০২	১০৩
নালিতাবাড়ী	১৭৪	৪২০	৫২৯	১১২৩	৩২৮	৪৮৭	৬১০	১৪২৫	১২৬.৮৯	৩৫
নকলা	২৮১	২৬৬	৮৫	৬৩২	৩৭০	২৪৭	৬৩	৬৮০	১০৭.৫৯	১০০
মোট	১৩৯৩	২০০৩	১২০৭	৪৬০৩	১৮০২	২০২০	১২৮২	৫১০৪	১১০.৮৮	৫৯৩

খরিপ-২ রোপা আমন ২০২৩-২৪ এর আবাদের লক্ষমাত্রা ও আবাদের অগ্রগতি (হে.)

উপজেলার নাম	আবাদের লক্ষমাত্রা (হেক্টর)				আবাদের অগ্রগতি (হেক্টর)				শতকরা হার (%)
	হাইব্রীড	উফশী	স্থানীয়	মোট	হাইব্রীড	উফশী	স্থানীয়	মোট	
সদর	৯৭৫৩	১০০৮৫	৪৮২৪	২৪৬৬২	৯৭৫৫	১০,০৮৫	৪৮২৫	২৪৬৬৫	১০০
শ্রীবরদী	৮৯৪৪	৭৮১২	১০৫৬	১৭৮১২	৮৯৪৪	৫৮৫৬	৩০১২	১৭৮১২	১০০
ঝিনাইগাতী	৪০২৯	৭৬৬৯	৩০৭৮	১৪৭৭৬	৪৪৯১	৬৫০৩	৩৬৩৩	১৪৬২৭	৯৮.৯৯
নালিতাবাড়ী	৪৯৯২	৯৭৩৬	৭৯৩২	২২৬৬০	৫৭৩২	৬৮৩৫	১০৬৩৩	২৩২০০	১০২.৩৮
নকলা	৭১১৪	৪৭৪৮	১২১০	১৩০৭২	৭১১৪	৪৭৪৮	১২১০	১৩০৭২	১০০
মোট	৩৪৮৩২	৪০০৫০	১৮১০০	৯২৯৮২	৩৬০৩৬	৩৪০২৭	২৩৩১৩	৯৩৩৭৬	১০০.৪২
ফলনের লক্ষ্যমাত্রা (টন/ হে:	৩.৮৫	৩	১.৫৮	৩.০৪					

২০২৩-২৪ অর্থবছরে রোপাআমন ধান এর স্তর ভিত্তিক প্রতিবেদন (হে.)

	রোপা আমন ধানের স্তর (হে.)				
	সর্বোচ্চ কুশি	কাইচ থোড়	থোড়	ফুল	দুধ
শতকরা	৩%	৪৬%	৩০%	১৬%	৫%
জমি (হে.)	২৮০১	৪২৯৫২	২৮০১২	১৪৯৪০	৪৬৬৮

বিদ্যুৎ ও ডিজেলের চাহিদা তথ্যঃ

জেলা	বিদ্যুতের চাহিদা (মেগাওয়াট)	ডিজেলের চাহিদা (লিটার)
শেরপুর	২৪৮১	৩৬৬৫৩৮৫

একর প্রতি বোরো জমিতে সেচ প্রদানের খরচঃ ৬০০০/- (ডিজেল), ৪০০০/- (বিদ্যুৎ)

জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি: আব্দুল্লাহ আল খায়রুম, জেলা প্রশাসক, শেরপুর

স্থান: সম্মেলন কক্ষ, জেলা প্রশাসক-এর কার্যালয়, শেরপুর

তারিখ: ১৭/৯/২৩ খ্রি. সময়: বিকাল ৩.০০ টা

সভার উপস্থিতি

ক্রম	সদস্য/ কর্মকর্তার নাম	পদবি	কর্মস্থল	মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১.	ড. সুকল্প দাস	উপপরিচালক	ডিএই, শেরপুর	০১৭১১৪৮৮৬০২	স্বাক্ষরিত
২.	প্রণব কুমার কর্মকার	জেলা মৎস্য অফিসার	শেরপুর	০১৭১১০৬২৫৭৭	স্বাক্ষরিত
৩.	হুমায়ুন কবীর	অতিরিক্ত উপপরিচালক (উদ্ভিদ সংরক্ষণ)	ডিএই, শেরপুর	০১৭১৭১৭৯৬৭১	স্বাক্ষরিত
৪.	মোঃ মাহমুদুল আলম	যুগ্ম পরিচালক (সার)	বিএডিসি, জামালপুর	০১৭১৮২৮৫৯৩০	স্বাক্ষরিত
৫.	মো: আবু সাইদ	উপসহকারী পরিচালক (বীবি)	বিএডিসি,শেরপুর	০১৯২১৫৫৮৭৫৭	স্বাক্ষরিত
৬.	মো: আ: ওয়াদুদ অদু	বীর মুক্তিযোদ্ধা	শেরপুর	০১৭১২৯৬৭০৯৪	স্বাক্ষরিত

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন, এবং কমিটির সদস্য সচিব উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, শেরপুর-কে এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনা করতে অনুরোধ করেন।

সদস্য সচিব ও উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, শেরপুর সভাকে অবহিত করেন যে, কৃষি মন্ত্রণালয়, উপকরণ-২ শাখার সরকারী মঞ্জুরি নং ১২.০০.০০০০.০২৬.৩৮.০১২.২১.২৫৮ তারিখ ০৩-৯-২০২৩ অনুযায়ী ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে প্রণোদনা কর্মসুচীর আওতায় রবি/২০২৩-২৪ মৌসুমে গম, ভূট্টা, সরিষা, চীনাবাদাম, শীতকালীন পেঁয়াজ, মুগ ও মসুর উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেলার ৪১,৫৩০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ করা হবে **(পরিশিষ্ট - ক)**। সদস্য সচিব বলেন, বীজ, রাসায়নিক সার, পরিবহন ও আনুষংগিক ব্যয় বাবদ উক্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য জেলা প্রশাসক ও সভাপতি কৃষি পূর্নবাসন বাস্তবায়ন কমিটির অনুকূলে ৩,৭৯,৭৮,৭৫০/= (তিন কোটি উনআশি লক্ষ আটাত্তর হাজার সাতশত পঞ্চাশ টাকা) বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। সদস্য সচিব কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত মঞ্জুরী পত্রে উল্লেখিত ‘কর্মসূচী বাস্তবায়ন নির্দেশিকা’ ও শর্তাবলী সভায় উপস্থাপন করেন।

কৃষক নির্বাচন পদ্ধতি

১। জেলা কৃষি পূনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির তত্ত্বাবধানে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত আগ্রহী ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের অগ্রাধিকার তালিকা উপজেলা কৃষি পূনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি অনুমোদন করবেন।
২। অনুমোদিত অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত প্রতি কৃষক প্রণোদনাভুক্ত ফসলের যে কোন একটির জন্য বীজ ও রাসায়নিক সার পাবেন। একজন চাষী পরিবারকে একাধিক ফসলের জন্য প্রণোদনা দেয়া যাবে না।
৩। তেল জাতীয় ফসলের ক্ষেত্রে আসন্ন রবি মৌসুমে যে সব নতুন এলাকার আবাদ সম্প্রসারণ হবে সে সব এলাকার চাষীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

উপকরণের প্রাপ্যতা ও বিতরণ পদ্ধতি

১। গম প্রণোদনার ক্ষেত্রে একজন কৃষক ১ বিঘা জমিতে গম আবাদের জন্য ২০ কেজি বীজ, ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার পাবেন। মিনি প্যাকেটের ঝামেলা ও ওজন কমের বিড়ম্বনা এড়াতে অনুমোদিত তালিকাভুক্ত প্রতি পাঁচ জনের এক একটি গ্রুপ করে প্রতি গ্রুপে ৫০ কেজি ওজনের ১ বস্তা ডিএপি ও ১ বস্তা এমওপি সার বিতরণ করতে হবে।

২। ভূট্টা প্রণোদনার ক্ষেত্রে একজন কৃষক ১ বিঘা জমিতে ভূট্টা আবাদের জন্য ২ কেজি ভূট্টা হাইব্রিড বীজ, ২০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার পাবেন। মিনি প্যাকেটের ঝামেলা ও ওজন কমের বিড়ম্বনা এড়াতে অনুমোদিত তালিকাভুক্ত প্রতি পাঁচ জনের এক একটি গ্রুপ করে প্রতি গ্রুপে ৫০ কেজি ওজনের ২ বস্তা ডিএপি ও ১ বস্তা এমওপি সার বিতরণ করতে হবে।

৩। সরিষা প্রণোদনার ক্ষেত্রে একজন কৃষক ১ বিঘা জমিতে সরিষা আবাদের জন্য ১ কেজি বীজ, ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার পাবেন। মিনি প্যাকেটের ঝামেলা ও ওজন কমের বিড়ম্বনা এড়াতে অনুমোদিত তালিকাভুক্ত প্রতি পাঁচ জনের এক একটি গ্রুপ করে প্রতি গ্রুপে ৫০ কেজি ওজনের ১ বস্তা ডিএপি ও ১ বস্তা এমওপি সার বিতরণ করতে হবে।

৪। চিনাবাদাম প্রণোদনার ক্ষেত্রে একজন কৃষক ১ বিঘা জমিতে চিনাবাদাম আবাদের জন্য ১০ কেজি বীজ, ১০ কেজি ডিএপি ও ৫ কেজি এমওপি সার পাবেন। মিনি প্যাকেটের ঝামেলা ও ওজন কমের বিড়ম্বনা এড়াতে অনুমোদিত তালিকাভুক্ত প্রতি দশ জনের এক একটি গ্রুপ করে প্রতি গ্রুপে ৫০ কেজি ওজনের ২ বস্তা ডিএপি ও ১ বস্তা এমওপি সার বিতরণ করতে হবে।

৫। শীতকালিন পেঁয়াজ প্রণোদনার ক্ষেত্রে একজন কৃষক ১ বিঘা জমিতে শীতকালিন পেঁয়াজ আবাদের জন্য ১ কেজি বীজ, ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার পাবেন। মিনি প্যাকেটের ঝামেলা ও ওজন কমের বিড়ম্বনা এড়াতে অনুমোদিত তালিকাভুক্ত প্রতি পাঁচ জনের এক একটি গ্রুপ করে প্রতি গ্রুপে ৫০ কেজি ওজনের ১ বস্তা ডিএপি ও ১ বস্তা এমওপি সার বিতরণ করতে হবে।

৬। মুগ প্রণোদনার ক্ষেত্রে একজন কৃষক ১ বিঘা জমিতে মুগ আবাদের জন্য ৫ কেজি বীজ, ১০ কেজি ডিএপি ও ৫ কেজি এমওপি সার পাবেন। মিনি প্যাকেটের ঝামেলা ও ওজন কমের বিড়ম্বনা এড়াতে অনুমোদিত তালিকাভুক্ত প্রতি দশ জনের এক একটি গ্রুপ করে প্রতি গ্রুপে ৫০ কেজি ওজনের ২ বস্তা ডিএপি ও ১ বস্তা এমওপি সার বিতরণ করতে হবে।

৭। মসুর প্রণোদনার ক্ষেত্রে একজন কৃষক ১ বিঘা জমিতে মসুর আবাদের জন্য ৫ কেজি বীজ, ১০ কেজি ডিএপি ও ৫ কেজি এমওপি সার পাবেন। মিনি প্যাকেটের ঝামেলা ও ওজন কমের বিড়ম্বনা এড়াতে অনুমোদিত তালিকাভুক্ত প্রতি দশ জনের এক একটি গ্রুপ করে প্রতি গ্রুপে ৫০ কেজি ওজনের ২ বস্তা ডিএপি ও ১ বস্তা এমওপি সার বিতরণ করতে হবে।

সার সংগ্রহ/ক্রয় পদ্ধতি

কর্মসূচির ইউরিয়া সার বিসিআইসি'র কারখানা/বাফার গুদাম/বিক্রয় কেন্দ্র/মিল গেট হতে এবং অন্যান্য সার বিএডিসি'র জেলাস্থ/নিকটবর্তী গুদাম থেকে বিধি মোতাবেক ক্রয় করতে হবে। সারের মূল্যে সরকার নির্ধারিত ভর্তুকী মুল্যে ধরা হয়েছে। কোন অবস্থায়ই কর্মসূচির বরাদ্দকৃত অর্থের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা যাবে না।

বীজ সংগ্রহ/ক্রয় পদ্ধতি

সরিষা বীজ বিএডিসি এবং আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পভূক্ত কৃষক এর নিকট হতে সরাসরি ক্রয় করতে হবে। গম বীজ বিএডিসি (৯০%) এবং আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প এবং কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ (৩য় পর্যায়ে) প্রকল্পভূক্ত কৃষক (১০%) এর নিকট হতে সরাসরি ক্রয় করতে হবে। প্রয়োজনীয় শীতকালীন পেঁয়াজ বীজ বিএডিসি হতে সন্তোষজনক অঙ্কুরোদগম পরীক্ষপূর্বক মান সম্পন্ন বীজ ক্রয় করতে হবে। কোন কারণে নির্ধারিত জাতের বীজ চাহিদামাফিক সরবরাহ পাওয়া না গেলে মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা মহোদয়ের এর অনুমোদন নিয়ে কৃষি উদ্যোক্তা/প্রতিষ্ঠিত বেসরকারী বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে সন্তোষজনক অঙ্কুরোদগম পরীক্ষাপূর্বক নিদিষ্ট জাতের মানসম্মত বীজ নির্ধারিত মূল্যে ক্রয় করতে হবে। বিএডিসি কর্তৃক আমদানীকৃত স্থানীয় আবহাওয়া ও এলাকা উপযোগী হেক্টর প্রতি ১২ টন বা ১২ টন এর অধিক ফলনশীল এফ ১ সিঙ্গেল ক্রস হাইব্রিড জাতের ভূট্টা বীজ আর্থিক বিধি মোতাবেক ক্রয় করে ব্যবহার করতে হবে।

সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত নীতিমালা ও নির্দেশনার আলোকে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত - ১ঃ

বিগত বছরের গম, ভূট্টা, সরিষা, চীনাবাদাম, শীতকালীন পেঁয়াজ, মুগ ও মসুর আবাদের জমি এবং আসন্ন রবি/২০২৩-২৪ মৌসুমে ফসলসমূহের আবাদ সম্ভাবনার নিরিখে প্রণোদনা প্রাপ্য কৃষক সংখ্যার উপজেলাওয়ারী বিভাজন হবে নিম্নরূপঃ

ক্রম	উপজেলা	কৃষক সংখ্যা/বিঘা							
		গম	ভূট্টা	সরিষা	চিনাবাদাম	শীতকালীন পেঁয়াজ	মুগ	মসুর	মোট
১	শেরপুর সদর	২,৭০০	৯৫০	৯,০০০	৪৫	২২০	৬০	৭০	১৩,০৪৫
২	শ্রীবরদী	১,৪০০	৬৮০	৫,০০০	০	৬০	৩০	২০	৭,১৯০
৩	ঝিনাইগাতি	১,২০০	৫০০	৩,৬০০	০	৪০	০	০	৫,৩৪০
৪	নালিতাবাড়ি	১,৫০০	৭০০	৫,৬০০	০	৮০	০	০	৭,৮৮০
৫	নকলা	১,২০০	৯৫০	৫,৬০০	৭৫	১২০	৭০	৬০	৮,০৭৫
মোট		৮,০০০	৩,৭৮০	২৮,৮০০	১২০	৫২০	১৬০	১৫০	৪১,৫৩০

সিদ্ধান্ত - ২ঃ

জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কৃষি পূর্নবাসন বাস্তবায়ন কমিটি কৃষক সংখ্যার উপজেলাওয়ারী বিভাজন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অর্থ উপজেলা কৃষি পূনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার-এর অনুকূলে ছাড় করবেন। সরকারী মঞ্জুরীপত্রে উল্লেখিত আর্থিক বিধিবিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে উপজেলা কৃষি পূর্নবাসন বাস্তবায়ন কমিটি বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করবেন, এবং কর্মসূচী বাস্তবায়ন নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত
আব্দুল্লাহ আল খায়রুম
জেলা প্রশাসক
ও
সভাপতি
জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি
শেরপুর

রবি মৌসুমে আবাদযোগ্য জমি অনাবাদি থাকার কারণ

- দীর্ঘমেয়াদী আমন ধানের জাতের আবাদ
- স্থানীয় জাতের আমন ধানের আবাদ
- এঁটেল জাতীয় মাটিতে আমন আবাদের পর জমিতে জো না আসা
- পাহাড়ী ঢলের কারনে আমন আবাদের দীর্ঘসূত্রিতা
- অনাবৃষ্টি/ খরা

পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুযোগ

- ভোগাই নদী ও চেল্লাখালী নদীর উপর নির্মিত রাবার ড্যাম ও স্লুইস গেইট ব্যবহার এবং অন্যান্য নদী থেকে লো-লিফট পাম্প ব্যবহারের মাধ্যমে শুষ্ক মৌসুমে ভূপৃষ্ঠের পানির ব্যবহার বৃদ্ধি
- আধুনিক উচ্চ ফলনশীল জাতের সহজলভ্যতা
- হাইব্রিড আবাদ বৃদ্ধি
- স্বল্প জীবনকাল ও উচ্চ ফলনশীল জাতের ফসল চাষ করে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি
- কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি
- কৃষিতে বাণিজ্যিকীকরণ

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও চ্যালেঞ্জসমূহ

- ফসল পাকা অবস্থায় কালবৈশাখী ঝড়, শিলাবৃষ্টি, আগাম বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢল
- সীমান্তবর্তী ইউনিয়ন সমূহে মাটির পিএইচ কম (৫.০০ এর নীচে) ও পটাশের ঘাটতি
- বন্য হাতির আক্রমণ বৃদ্ধি
- বাদামী গাছ ফড়িংসহ অন্যান্য পোকা ও রোগের প্রাদুর্ভাব
- খরিফ-২ মৌসুমে ক্রমবর্ধমান জলাবদ্ধতা
- শুকনা মৌসুমে সেচের পানির অভাব
- সেচ মৌসুমে সেচযন্ত্র মালিকদের দৌরাত্ম্য

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় সমূহ

- পটাশ সারের উপরি প্রয়োগ বাড়ানোর জন্য কৃষকদের উৎসাহিত করা
- মাটির পিএইচ বৃদ্ধির জন্য ডলোচুন ব্যবহারে কৃষকদের সচেতন করা
- জমিতে সুষম মাত্রায় পটাশ ব্যবহার করার জন্য কৃষকদের উৎসাহিত করা
- সরকারী-বেসরকারী-ব্যক্তি মালিকানায় শুকনা মৌসুমে পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা
- উপজেলা সেচ কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত সেচ হার বজায় রাখতে আইনি প্রক্রিয়া গ্রহণ
- আগাম জাতের চাষ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস অনুযায়ী ফসল কর্তন
- নিয়মিত অতন্দ্রজরিপ কার্যক্রম চালানো এবং সময়মত রোগ-পোকামাকড় দমনব্যবস্থা গ্রহণ
- অনাবাদী পতিত জমিতে প্যাটার্ন ভিত্তিক ফসল অন্তভূক্ত করণ
- পাহাড়ী এলাকায় উচ্চ মূল্যের সবজি ও লেবু জাতীয় ফসল উৎপাদন